সংবাদ

তারিখ ... 05 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৮ ...

খোর্দ কোমরপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

কমিটি সদস্যদের মারামারিতে মানসিক ভারসাম্য হারালেন ছাত্রী

প্রতিনিধি, পীরগঞ্জ (রংপুর)

পীরগঞ্জের পার্শ্ববর্তী খোর্দ কোমরপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের মাঝে সংঘর্ষের ভয়ংকর দৃশ্য দেখে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে চুমকি এখন রংপুর মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ফলে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন ভেস্তে গেল চুমকি রানীর। ওই ঘটনায় সাদুল্লাপুর থানায় পরস্পরবিরোধী মামলা হয়েছে।

মামলা ও অভিযোগে জানা গেছে, পীরগঞ্জের পার্শ্ববর্তী গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরের খোর্দ কোমরপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক- বোরহান মিয়া এবং তারই ভাগিনা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ফিরোজ মিয়া কাউকে পাত্তা না দিয়ে অনিয়মের মাধ্যমে বিদ্যালয়টি পরিচালনা করে আসছে। এ নিয়ে ওই কমিটির দাতা সদস্য ডাঃ এমএ জোব্বার মিয়ার সাথে বিরোধ চলছে। একপর্যায়ে গত ২৩ আগস্ট স্কুল চলাকালীন সময়ে বিদ্যালয়ের ভিতরেই ওই দাতা সদস্যকে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির লোকজন বেধড়ক পেটায়। এ সময় বিদ্যালয়টির ১০ শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী চুমকি রানী পেটানোর দৃশ্য দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাকে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি ঘটলে গত ৩ সেপ্টেম্বর তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে সে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জ্যোতির্ময় রায়ের চিকিৎসাধীন রয়েছে। ওই ছাত্রীর বাবা শ্রী অরবিন্দ চন্দ্র বর্মন জানান, আমার মেয়ে খুব ভাল ছাত্রী, সে ডাক্তার হতে চেয়েছিল। সে এখন মানসিক রোগী। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কেউ আমার মেয়ের খোঁজ নেয়নি। চিকিৎসা করার মতোও আমার সামর্থ্য নেই।